



## 292645 - কচ্ছি খাবারকে রমযানরে জন্য বশিষ্টিকরণরে হুকুম

### প্রশ্ন

আমাদরে মশিরে পবতির রমযান মাসে বশিষে কচ্ছি খাবার থাকে; যমেন- কুনাফা, কাতায়ফে, কামারুদ্দীন, ড্রাই ফ্রুটস ইত্যাদি। আমরা যে এলাকাতে থাকিসিখনে একজন তালবিল ইলম আছনে তিনি বলছনে: ইবাদতরে মাসকে এসব খাবাররে জন্য খাস করা জায়যে হবো না। কনেনা কচ্ছি অভ্যাসকে ইবাদতরে মাসরে দকি সম্বন্ধতি করা এগুলকে বদিতাে পরণিত করে। বশিষেতঃ এই খাবারগুলের মধ্যে এমন কচ্ছি নাই যার মাধ্যমে রোযাদার রোযা রাখার ক্ষত্রে সহযোগতি পান। তাই এগুলো ইদ্রয়িগ্রাহ্য উপকরণ বা শরয়ি উপকরণ কোনটার মধ্যই পড়ে না। এর ভিত্তিতে তিনি বলছনে যে: উল্লেখতি খাবারগুলো রমযান মাসে খাওয়া হারাম; অন্যান্য মাসে নয়। তিনি আরও বলছনে যে, তিনি মশিরে কোন একজন আলমেরে নকিট এ কথাগুলো পড়েছনে। এ বিষয়টির হুকুম কী?

### প্রয়ি উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

কটে কটে রমযান মাসে নরিদষ্টি কচ্ছি খাবার; যমেন- মষ্টিান্ন ও অন্যান্য খাবার গ্রহণরে প্রথাতে অভ্যস্ত হতে কোন বাধা নাই। এটি বদিতারে মধ্যে পড়ে না। কনেনা তারা এ ধরণে বশিষ্টিকরণে মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার নকৈট্য অর্জনরে আশা করে না। বরং এটি অভ্যাসগত।

বদিত হচ্ছে-- দ্বীনরে মধ্যে নব প্রবর্তন। দলি হচ্ছে-- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি আমাদরে শরয়িতরে মধ্যে এমন কচ্ছি প্রবর্তন করে যা এতে নাই সটো প্রত্যাখ্যাত"।[সহি বুখারী (২৬৯৭) ও সহি মুসলিম (১৭১৮)]

সংযোজতি বদিত; যমেনটি বলছনে শাতবী; দ্বীনরে মধ্যে নব প্রবর্ততি রাস্তা; যটো শরয়িতরে প্রতদ্বন্দ্বী। শরয়িতরে উপর চলার মাধ্যমে যে উদ্দেশ্য করা হয় এই পথে চলার মাধ্যমেও সটোই উদ্দেশ্য করা হয়।

এর মধ্যে রয়েছে:

নরিদষ্টি কচ্ছি সময়ে নরিদষ্টি কচ্ছি ইবাদত পালন করে চলা; যভোবে নরিদষ্টিকরণ শরয়িতে পাওয়া যায়নি। যমেন-- শাবানরে মাসরে ১৫ তারখি রোযা রাখা ও ১৫ তারখি রাত্রে ইবাদত পালন করে যাওয়া।[আল-ইতসাম (১/৫১) থেকে সমাপ্ত]



পক্ষান্তরে, নরিদ্ষিট কছি অভ্যাস নরিদ্ষিট কছি সময়ে মনে চলা বদিতরে সংজ্ঞায় পড়বে না।

সহি বুখারীতে (৫৪০৩) সাহল বনি সাদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "আমরা জুমার দিন এলে খুশি হতাম। একজন বৃদ্ধ মহিলা ছিলেন তিনি সলিক (বিশেষে ধরণে ভোজ্য উদ্ভিদ) এর মূল সংগ্রহ করে সটোকে পাতলি রান্না করতেন; সাথে কছি যব দতিনে। নামায শেষে আমরা তার সাথে দেখা করতে যেতাম। তখন তিনি আমাদেরকে এটা খাওয়াতেন। এ কারণে আমরা জুমার দিনকে পছন্দ করতাম। জুমার নামাযের আগে আমরা কোন কছি খতাম এবং ঘুমাতে না। আল্লাহর শপথ; এ খাবারের সাথে কোন চর্বি তলে ছিল না।"[সহি বুখারী (৫৪০৩)]

এ হাদিসে এসছে মহিলা সাহাবী জুমার দিন এ বিশেষে খাবার প্রস্তুত করতেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণ জুমার দিনে অপেক্ষা করতেন এবং এ খাবার পাওয়ার কারণে জুমার দিনে আগমনে খুশি হতেন!!

এখন কি বলা হবে: এটা বদিত?!

কথা:

রমযান মাসে যে খাবার-দাবার প্রস্তুত করা হয় সটোর সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের জুমার দিনে যা করার অভ্যাস ছিল এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য কী?!

শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (রহঃ) বলেন: "যে সব অভ্যাসকে নবপ্রবর্ততি বদিত বলা হচ্ছে সে সব কথা যদি শূনা হয় তাহলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্ণের যামানায় যসেব খাদ্য, পানীয়, পোশাক-আশাক ও যানবাহন ছিল না এবং জীবন ধারণে যে সব উপকরণ তাদের যামানার পরে প্রবর্ততি হয়েছে সবকছিকে নরিদতি বদিত হিসেবে গণ্য করতে হবে!!

এ ধরণে বক্তব্য চূড়ান্ত বাতলি ও মূল্যহীন এবং ইসলামের মূলনীতি ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে চূড়ান্ত অজ্ঞতা। অথচ বদিত প্রসঙ্গে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য একবোর স্পষ্ট। বচিঞ্চণ ও বুঝানদের কাছে তা অজানা নয়। প্রত্যাখ্যাত প্রবর্তন দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে-- যা কছি ধর্মীয় বিষয়ে ঘটবে। যমেন কোন কছি বৃদ্ধিকরা কথা এমন কোন পদ্ধতি মনে চলা যে পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মনে চলতেন না।"[ফাতাওয়াস্ শাইখ মুহাম্মদ বনি ইব্রাহিম (২/১২৮) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ মুহাম্মদ বনি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

"অভ্যাস ও ইবাদতের মাঝে পার্থক্য:

ইবাদত হচ্ছে: আল্লাহর নকৈট্য হাছিলি ও তাঁর থেকে সওয়াবপ্রাপ্তির জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা কছির নরিদশে



দয়িছেন।

অভ্যাস হচ্ছ: মানুষ খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, পোশাকআশাক, যানবাহন ও লনেদনে ইত্যাাদি ক্ষত্রে নেজিদেরে মধ্যে যা চর্চা করে অভ্যস্ত।

আরকেটি পার্থক্য হল: ইবাদতসমূহেরে মূল হুকুম হচ্ছ-- পালন না করা ও হারাম হওয়া; যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সপক্ষে কোন দলিল সাব্যস্ত হয়। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলছেন: "নাকিতাদেরে কতপিয় শরীক আছে, যারা তাদেরে জন্য এমন কোন ধর্ম প্রবর্তন করেছে, আল্লাহ যার অনুমতি দেননি?!"[সূরা শূরা, ৪২:২১]

পক্ষান্তরে, অভ্যাসসমূহেরে মূল বধিান হলো-- বধৈতা; যতক্ষণ না সটে নিষিদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে কোন দলিল সাব্যস্ত হয়।

অতএব, যদি মানুষ কোন অভ্যাসে অভ্যস্ত হয় এবং তাদেরে কোন ব্যক্তি বলে: এটি হারাম; তাহলে সে ব্যক্তির কাছ থেকে দলিল চাওয়া হবে। বলা হবে: এটা যে, হারাম সে দলিল কোথায়?

পক্ষান্তরে, ইবাদত (উপাসনাসমূহ): যখন কাউকে বলা হবে এটা বদিত। সে ব্যক্তি বলে: না বদিত নয়। আমরা তাকে বলব: এটা যে, বদিত নয় এর দলিল কোথায়? কনেনা ইবাদতগুলোর মূল বধিান হল: না- করা; যতক্ষণ পর্যন্ত না এর সপক্ষে কোন দলিল সাব্যস্ত হয় যে, এটি শরিয়তসম্মত।"[লিকাউল বাব আল-মাফতুহ (২/৭২) থেকে সমাপ্ত]

তনি আরও বলেন: "শরিয়তেরে পরভিষায় যটো বদিত তার মূলনীতি হচ্ছ- আল্লাহ যে বধিান দেননি সে বধিান মত আল্লাহর ইবাদত করা।

আপনি চাইলে এভাবেও বলতে পারেন: 'যে পদ্ধতির উপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছিলেন না সে পদ্ধতিতে আল্লাহর ইবাদত করা'। সুতরাং প্রত্যকে যে ব্যক্তি এমন কোন কিছু দিয়ে আল্লাহর ইবাদত করবে যে বধিান আল্লাহ দেননি, কথিবা যার উপরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবীবর্গ ছিল না-- সে ব্যক্তি বদিতী। তার সে বদিত আল্লাহর নাম গুণাবলী সংক্রান্ত হোক কথিবা আল্লাহর দয়ো বধি-বধিান ও অনুশাসন সংক্রান্ত হোক।

আর যে বিষয়গুলো অভ্যাসগত; যগুলো মানুষেরে অভ্যাস ও প্রথার অনুসরণ চলে: সেগুলোকে ধর্মগত নবপ্রবর্তন বলে আখ্যায়িত করা হয় না। সেগুলো আভিধানিকি দিক থেকে নবপ্রবর্তন হলেও ধর্মীয় বিষয়ে নবপ্রবর্তন নয়। এবং এ ধরণেরে প্রবর্তন থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সতর্ক করেননি।"[মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া রাসাঈলি ইবনে উছাইমীন (২/২৯২)]

আল্লাহই সর্বজ্ঞ।